আজকের কাগজ

তারিখ 13 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

46

নাজমা জেসমিন স্মারক বক্তৃতায় উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া হয় না এই ধারণা ভুল

কাগজ প্রতিবেদক: ডঃ নাজমা জেসমিন চৌধুরী তৃতীয় স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম, মনিরুজ্জামান মিঞা বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সাম্প্রতিক ধারণা এখানে লেখাপড়া ছাড়া সবকিছু হয়। কিন্তু এ ধারণা ভুল। এখানে লেখাপড়া, গবেষণা, স্মারক বক্তৃতা সবকিছু হয়। গত কয়েক বছর ধরে এখানে নিয়মিত স্মারক বক্তৃতা হয়ে আসছে।

গতকাল শনিবার আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে এ অনুষ্ঠানে "উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টিতে নারী' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামান। প্রবন্ধকার বলেন, উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টিতে নারীর যে রূপ দেখা দিয়েছিলো, তা যেমন নানা রৈখিক। তার উৎসও তেমনি বিচিত্র। বাস্তব অবস্থা ও সামাজিক আন্দোলন এবং সাহিত্য ও নাট্যাভিনয় সবই কিছু না কিছু প্রেরণা জুগিয়েছে। যারা পাশ্চাত্য শিক্ষাকেই এর প্রধান কারণ হিসেবে দেখেন, তারা ঠিক করেন না, নারী সম্পর্কে নতুন ও প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচ্য শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য শিক্ষিত উভয় ধরনের মানুষের মধ্যেই ছিলো। সামাজিক আন্দোলনের সময়ে প্রাচ্য শিক্ষিত ব্যক্তি হয়তো নারী মুক্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তি তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, উনিশ শতকে শুধু জ্ঞান চর্চার জন্যে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়নি। এর প্রায়োগিক দিকটা ছিলো মুখ্য। মেয়েরা যাতে ভালো স্ত্রী হয়, স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিনী হয়ে ওঠে। ভালো মা হয়, যথাযথভাবে সন্তান গড়ে তুলতে পারে, দৃষ্টিটা ছিলো প্রধানত সেদিকে, মেয়েরাও তখনো পর্যন্ত, নিজের কাজের কথা ভাবেননি, স্বামীর কাজে, সংসারের কাজে, মর্যাদার সঙ্গে অংশগ্রহণই ছিলো তাদের লক্ষ্য।

প্রবন্ধকার বলেন, বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও সংসার থেকে রাজপথ পর্যন্ত নারীর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। শিক্ষা, চিকিৎসা ও সেবার জীবিকায় সবে তারা যোগ দিয়েছেন। সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে এসেছেন। দেশ প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন। একথা বুঝতে হবে যে, উনিশ শতকে নারী মুক্তির পথে বাধা বেশি ছিলো বলেই লড়াই বেধেছিলো। প্রবন্ধকার বলেন, নারীদের আমরা এখনো মেয়ে মানুষ বলে দেখি, সব সময়ে মানুষ বলে দেখতে পারিনা, উনিশ শতকেই নারীকে মানুষ বলে দেখা ও ভাবার সূচনা হয়।